"সম্পর্ক"

দৃশ্য- ১। **Indoor** রায়ানের ঘর।দিন।

হৃদয় আর রায়ান রুমমেট। হৃদয় সিনিয়র, রায়ান জুনিয়র। হৃদয় পড়ালেখার পাশাপাশি টিউশনি করে। দুই রুম নিয়ে ওরা থাকে। একরুমে থাকে, আরেক রুমে পড়ায়।

সিরিজ অব শর্টস

হৃদয় ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছে। রায়ন ঘরে প্রবেশ করে।

হৃদয়ঃ ক্লাসে যাচ্ছো?

রায়ানঃ হ্যাঁ, নাস্তা করে নিয়েন। আমি যাই...

রায়ান চলে যেতে উদ্দ্যত হয়।

হৃদয়ঃ আমার ফিরতে দেরি হবে, বাইরে কাজ আছে।

রায়ানঃ ঠিক আছে।

হৃদয়ঃ যা বলছিলাম .....পণ্য উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারজাতকরণ বর্তমানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়....

[Dissolve to]

দৃশ্য- ২। **Outdoor** পার্ক।দিন।

শবনম পার্কের টুলে বসে অপেক্ষা করছে। মোবাইল দেখছে অস্থির হচ্ছে। একটু পায়চারি এবার ফোন দেয়। Cut to cut shot-এ হৃদয়কে আসতে দেখা যাবে।

হৃদয় শবনমের পাশে বসে। শবনম ক্ষেপে আছে।

শবনমঃ (রাগতস্বরে) না সরি বলার কোন দরকার নাই। তুমি তো Always late .....

হৃদয়ঃ (বুকে হাত দিয়ে) এই প্রমিজ করলাম, আর হবে না।

হৃদয়ের মোবাইল কল আসে। হৃদয় পকেট থেকে মোবাইল বের করে। অপরিচিত নাম্বার দেখতে পায় সে। একটু ভ্রু কুচকায়।

হৃদয়ঃ হ্যালো

নারীঃ (অফ ভয়েস) হ্যালো জানু, তুমি ঠিকমতো পৌছাইছো?

শবনম নারী কণ্ঠ শুনতে পায়। রাগে গড়গড় হয়ে হৃদয়ের দিকে তাকায়।

হৃদয়ঃ (আমতা-আমতা করে) কে-কে আপনি?

নারীঃ জান, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না?

হৃদয়ঃ সরি, আপনি ভুল করছেন, নাম্বারটা আরেকবার চেক করুন। .....যত্তসব .....

শবনম উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

হৃদয়ঃ তোমার আবার কি হলো?

শবনমঃ কার সাথে ডেটিং মাইরা আসছিস বল, আমি কিছু বুঝিনা না, আমি কি লেবেনচুষ খাওয়া খুবি, লুইচ্চা কোথাকার।

হৃদয় উঠে দাঁড়ায়। শবনমের হাত ধরে।

হৃদয়ঃ বিশ্বাস করো, আমি ওকে চিনি না।

শবনমঃ সারারাত ফেসবুকে এ্যাকটিভ থাকে। মোবাইলে লাইন Busy থাকে। অপরিচিত নাম্বার থেকে কল আসে, আমি দেখা করতে বলতে সব সময় দেরিতে আসো....এসবের মানে আমি বুঝিনা, হৃদয় আচ্ছা মেয়েটাকে ফোন দেই, তুমি কথা বলো।

শবনম রাগের অভিব্যক্তি দেয়। হৃদয় মোবাইল ডায়াল করে। শবনমকে মোবাইল দেয়।

নারী ঃ (অফ ভয়েস) হ্যালো জান

শবনমঃ ঐ শালী বাড়িতে বাপ-ভাই নাই, পুরুষ মানুষের গলা শুনলেই জান, জান শুরু করে দিস তুই হৃদয়কে চিনিস।

নারীঃ হৃদয়?

শবনমঃ হ্যাঁ ওর নাম হৃদয়, চিনিস

নারীঃ সরি আপো

শবনম মোবাইল রেখে দেয়। হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর দুজন কথা বলে। Mute চলবে।

[Dissolve to]

দৃশ্য- ৩। Indoor হৃদয়ের রুম।দিন।

টেবিল বা খাটেঃ উপরে মোবাইল বাজছে। হৃদয় এসে মোবাইল পিক কর।

Intercut phone conversation

হৃদয়ঃ হ্যালো

পুতুলঃ হ্যালো, ভাইয়া আমার তো পরশু রিটেন পরীক্ষা

হৃদয়ঃ চলে আয়, কখন আসবি।

রিষেনঃ রওনা দিচ্ছি।

হৃদয়ঃ ঠিক আছে।

হৃদয় ফোন রেখে দেয়। রায়ান আসে।

রায়নঃ কিছু বলবে?

হৃদয়ঃ এ্যাই শোন না, আজকে আমার বোন আসবে। আমার একটা ইমপরট্যান্ট কাজ আছে। তুই ওকে বাসষ্ট্যান্ডে থেকে বাসায় নিয়ে আয়।

আরও কিছু কথা বলবে, মিউট চলবে।

[Dissolve to]

- **দৃশ্য- ৪। out door হৃদয়ের রুম।দিন।**

রায়ান আর পুতুল রিক্সায় আসছে। ওরা পরস্পর হাসি মুখে কথাবার্তা বলছে। পুতুলকে প্রথম দেখাতেই রায়নের ভালো লাগে। পুতুলেরও রায়ানকে ভালো লাগে।

Fade out

Fade in

Title over

২ দিন পর।

Fade out

সিরিজ অব শর্টস

- পুতুল জন্মদিনের কেকের অর্ডার দিতে দোকানে যায়। সঙ্গে রায়ান আছে।
- হৃদয় আর শবনম ফোনে কথাবার্তা বলছে।
- হৃদয় আর শবনম ঝগড়া করছে।
- রায়ান আর পুতুল রিক্সায় ঘুরছে।
- রায়ান পুতুলকে খাইয়ে দিচ্ছে।

[Dissolve to]

দৃশ্য- ৫। Indoor হৃদয়ের রুম।দিন। ভোরবেলা

পুতুল হৃদয়ের খাটে শুয়ে আছে। শবনম বাইরে থেকে দরজায় নক করে। হৃদয় দরজা খুলে দেয়। শবনমের হাতে ফুলের তোড়া। দরজা খুলার পর শবনম পুতুলকে দেখতে পায়। শবনম রাগে গড় গড় করতে থাকে। হৃদয় কিছু একটা বলতে যায়....।

শবনমঃ থাক আমি সব বুঝি। মাস্তি করা হচ্ছে না? থাক মেয়ে মানুষ নিয়েই থাক।

ইতোমধ্যে পুতুল ঘুম থেকে জেগে উঠে শবনমের চেচামেচি শুনে। হৃদয়কে কিছু বলতে না দিয়েই শবনম ফুলের তোরা ফেলে দিয়ে চলে যায়। হৃদয় হতাশ হয়।

পুতুলঃ ভাইয়া তোমার খুব ক্ষতি করে ফেললাম আমি?

হৃদয়ঃ আরে না। কি যে বলিস তুই তো আমার বোন। আর ও তো বাইরের মেয়ে।

পুতুলঃ আসলে তোমার জন্মদিন সেলিব্রেট করার জন্য থেকে গিয়েছিলাম। উল্টো এতে তোমার ক্ষতি হয়ে গেল।

হৃদয়ঃ যা তুই ফ্রেশ হয়ে নে।

[Dissolve to]